জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে বৈশাখ বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 7th May. 1958 | ৪৮শ সংখ্যা

১৭ই বৈশাখ ১৮৭৯ শকাব্দ

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Services

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

চরকা কাটুনির রাজনীতি

—•—

এক অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। দেশে বুড়ীর দুর্নাম ছিল—বুড়ী স্বামীর কিছু টাকা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, বিষয় সম্পত্তি ঘর বাড়ী সব বেচে নগদ টাকা নিয়ে এক-খানি কুঁড়ে ঘর ক'রে তাতেই বাস করতো। পুঁজি বল্‌তে তার ছিল একটি চরকা। বুড়ীর দৃষ্টিশক্তি বেশ ছিল। হাটে হ'তে তুলো কিনে এনে সুতো কেটে হাটে বিক্রী ক'রে নিজের খাবার মত জিনিস কিনে আনতো আর যে তুলো এক দিনে কাটতে পারতো সেই পরিমাণ তুলো কিনে আনতো। একটি মাটির কলসী থাকতো ঘরের কোণে তাতে জল রাখতো। ধাতু বল্‌তে ছিল একটি পিতলের চাদরের ঘটি। যখন তুলো কিনতে ও সুতো বেচতে হাটে যেতো সেই ঘটিটি হাতে নিয়ে যেতো। রোজ যা খেতো তাই কিন্‌তো, তার বেশী কিছু ঘরে আনতো না। ঘরের এক কোণে মাটির কলসী আর এক কোণে একটি হাত পা ধোবার জল রাখা পুরাতন মুটকি থাকতো। ভাত খেতো কানা ভাঙা একখানি পাথরের থালায়। চোরের চুরি করার মত লোভনীয় দ্রব্য বুড়ীর ঘরে কিছু ছিল না। ঘরে কপাট ছিল না। একখানি দরমার ঝাঁপ ছিল শোবার সময় ভিতর থেকে এবং কোথাও যাবার সময় বাহির থেকে দড়ির ফাঁস দিয়ে বন্ধ করতো। ফাঁস দেওয়ার গিঁট তার নিজস্ব ছিল। ঘরে এসেই সে তার গিঁট দেখে বুঝতে পারতো অন্য কেউ তার অনুপস্থিতিতে খুলেছিল কিনা।

একদিন হাটে থেকে এসে গিঁটের ফাঁস দেখেই বুড়ী বুঝতে পারলো ঘরে কেউ ঢুকে ভিতর হ'তে ঝাঁপ বন্ধ করেছে।

ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রদীপ জেলেই বুড়ী বেশ বুঝতে পারলো—মুটকির পাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এক জোয়ান মদ্দ ব'সে আছে। বুড়ী তার মতলব বুঝলো। রাত্রে তার ঘুমন্ত অবস্থায় ঘর খুঁড়ে যা আছে নিয়ে যাবে।

বুড়ী হাত মুখ ধুয়ে চ্যাটাই পেতে বসে চরকার দড়িটি ঢিলে ক'রে পাক দিতে লাগলো, চরকা ঘোরে কিন্তু ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ করে না। বুড়ী চুপ চুপ করে চরকাকে ডেকে বল্লে—বাবা চরকা তুমি রোজ কথা কও আজ কথা কও না কেন? বাবা তুমি আমায় সব!

তুমি আমার ভাতার পুত্‌
তুমি আমার নাতি।
তোমার দৌলতে আমি
দুয়োরে বাঁধবো হাতী।

বাবা! কথা কও! এইবার বুড়ী আর্ত্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠলো—আমার চরকার কি হলো গো! এত ডাকছি কথা কয় না কেন? ওরে আমার চরকারে তুমি ছাড়া আমায় আর কেউ নাই বাবা!

বুড়ীর কান্না শুনে পাড়ার লোকজন তার কুঁড়ের পাশে এসে তার কি হলো জিজ্ঞাসা করায় বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে তোমরা ক'জন এসেছ বাবা। তারা সকলে বললো ১৫।২০ জন এসেছি। বুড়ী তখন তাদের ঘরে ডেকে কোণে মুটকির পাশে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—ঐ দেখ বাবা চোর। সকলে চোরকে ধরে প্রহার দিয়ে চৌকিদারকে ধরিয়ে দিল।

চোর বাঁধা অবস্থায় বুড়ীকে একটি নমস্কার ক'রে বল্লে—বুড়ী ধরা তো পড়লাম, জেলও খাটবো কিন্তু তোর কিস্মত দেখলাম।

চরকা-কাটুনি বুড়ী তার যে রাজনীতি দেখালো, আমাদের জাতির জনকের অনেক সাগরেত চরকা নিয়ে সূত্রযজ্ঞ করে কিন্তু এই চরকা কাটা বুড়ীর রাজনীতি শিখলে রাজ্যের চোর ধরতে পারতো।

বাঁচা গেল!

এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা একমাত্র শিশুপুত্রকে নিয়ে কাপাস তুলোর পৈতা কেটে নিজের এবং শিশুটির গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতেন। গ্রামের এক সওদাগরের ছেলের সঙ্গে তাঁর ছেলেটি পাঠশালায় পড়তো। সওদাগরের ছেলেটিকে তার বাবা একবার কলকাতা দেখবার জন্য নিয়ে যাবে। ছেলেটি তার বাবাকে বলে ব্রাহ্মণীর সন্তানটিকেও কলকাতা দেখাবার জন্য অনুরোধ করায় সেও বিনা খরচায় কলকাতা দেখে এলো। সে কলকাতায় এক তুলোর গুদামে ঘরভরা স্তূপীকৃত পর্ব্বতপ্রমাণ তুলো দেখে চমকে উঠলো। বালকটি মায়ের পৈতা কাটা তুলো পিঁজে দিয়ে মায়ের শ্রম লাঘব করতো। কলকাতায় তুলোর গুদোমের তুলো দেখে কেবলই প্রলাপ বকতে আরম্ভ করলো—বাপরে! এত তুলো পিঁজবে কে? বাড়ী এসে দুঃখিনী মায়ের বিপদ নিয়ে এলো। সর্ব্বদা বলে বাপরে এত তুলো পিঁজবে কে! কত চিকিৎসক দেখলেন—কেউ রোগ উপশম করতে পারলেন না। একটা ফকর ছোঁড়া তাকে ডেকে বল্লে দেখ্‌ খোকা! তুই যে তুলোর ঘর দেখে এসেছিস সব আগুন লেগে পুড়ে গেছে। বিধবার পুত্রটি হাসিমুখে বলে উঠলো—

বাঁচা গেল!

ভারতে কংগ্রেসে ও কংগ্রেস সরকারে যৎপরোনাস্তি দুর্নীতি দেশটাকে ছ্যা ছ্যা ক'রে তুলেছে। কংগ্রেস সভাপতি ইউ, এন, ডেবর এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুজী উভয়েই খুব চেঁচিয়ে না হউক ঘেন্না ঘেন্না ভাব নিয়ে খুব লজ্জার সঙ্গে দিনপাত করিতেছেন। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুজী কিছুদিনের জন্য তাঁর গুরুভার বহন কার্য্যে অবসর নিবার মতলব প্রকাশ করায় চারিদিকে একরকম হা হুতাশ উঠেছিল। আমরা ৺অহিভূষণ ভট্টাচার্য্যের সুরথ উদ্ধার নাট্যাভিনয়ের দিবে পাগলার মত মনে মনে বলতে সুরু করেছিলাম—

এটাতো অবসর লওয়া নয়,
একেবারে ছাড়বে সবি তাইতে করি ভয়।
এই পূজোর পুরুত চলে গেলেরে
রাজলক্ষ্মী হবেন চঞ্চলা
আপন বুঝে চলো এই বেলা।

কাগজে কাগজে খবর হয়েছে শ্রীনেহরুজী সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন।

"বাঁচা গেল!"

শতায়ুর দেশ

টাস নিউজ এজেন্সী বলেন যে, সোভিয়েট জর্জ্জিয়ায় ১০ হাজারের বেশী শতায়ু নরনারী বাস করিতেছেন।

সংবাদে আরও বলা হইাছে যে, উহাদের মধ্যে প্রবীণতম হইতেছেন মাউন্টাই এর একজন কৃষক। সম্প্রতি তিনি তাঁহার ১৪০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী ব্যক্তির বয়স ১২৫ বৎসর। তিনি হইতেছেন সুহুমের একজন মালী। তাভাতচেলীতে একজন কর্ম্মকার আছেন, তাঁহার বয়স ১২৪ বৎসর।

তবে সোভিয়েটের পরমায়ুর প্রতিযোগিতায় ইহারা অনেক পিছনে পড়িয়া আছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রবীণতম ব্যক্তি হইতেছেন আজারবাইজানের গোপালক মামুদ ইভাজভ। তাঁহার বয়স ১৫৯ বৎসর। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হইতেছেন মস্কোর ভ্যালেন্টীনা পোজক। ইনি আগে নোভোদ ডিচি কনভেন্টের মাদার সুপিরিয়র ছিলেন। নেপোলিয়নের রুশিয়া অভিযানের কথা এখনও তাঁহার মনে আছে।

সর্প কর্ত্তৃক জীবন রক্ষা

গত ১৪ই এপ্রিল ভাগলপুর—মান্দার শাখা লাইনে পানজোয়ারা রোড ষ্টেশনের নিকট একটি সাপ একজন মহিলার চলন্ত ট্রেণের নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

মহিলাটি যখন ধাবমান ট্রেণের তলায় ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন তখন একটি সাপ সহসা তথায় আসিয়া তাহার পা শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরে। সাপটিকে দেখিয়া মহিলাটী ভয়ে জ্ঞান হারাইয়া রেল লাইনের অদূরে মাটিতে পড়িয়া যান। ট্রেণ চলিয়া যাইবার পর সাপটী তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

মহিলা সঞ্চয় অভিযান

মহিলা সঞ্চয় অভিযানের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য এবং রাজ্য উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের দুই দিবসব্যাপী বৈঠক গত ৩রা মে (১৯৫৮) তারিখে শেষ হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৮ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই অভিযান চালাইয়া ৮৯,০৫,৯০০ টাকা ৫০ নয়া পয়সা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা সংশোধিত হিসাব। ইহাতে পাঞ্জাব, রাজস্থান, কেরলা, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে সংগৃহীত অর্থের হিসাব ধরা হয় নাই। কারণ এই রাজ্যগুলি হইতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

বৈঠকের প্রথম দিনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থ মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন যে, মহিলাগণ পুরুষদের অপেক্ষা অধিক অর্থ সংগ্রহ করুক ইহা তিনি খুবই পছন্দ করেন। ক্ষুদ্র সঞ্চয় স্বর্ণালঙ্কারের চাইতেও বেশী উপকারী হয়। সঞ্চয়ের মাধ্যমে মহিলাদের মনে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্য্যাদাবোধ, আভিজাত্য এবং সাহসের সঞ্চার হয়। ক্ষুদ্র সঞ্চয় দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে এবং সমৃদ্ধি আনিতে সাহায্য করে।

বোর্ডের নূতন চেয়ারম্যান ডাঃ সুশীলা নায়ার দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, অন্যান্য সমাজ কল্যাণ পরিকল্পনা কার্য্যের সহিত মহিলা সঞ্চয় অভিযানের সংহতি সাধন করা সম্ভব। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

বিজ্ঞপ্তি

সাগরদীঘি থানার বিষ্ণুপুর নিবাসী স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী অনিলবরণী দেবী আমাদের মাসীমাতা। তিনি দুই বৎসর হইতে উন্মাদ হওয়ায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে আমাদের উজ্জ্বলনগর বাটী লইয়া আসিয়াছিলাম। গত ১৫ই চৈত্র রাত্রিতে তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন খোঁজ পাই নাই। কোন লোক তাঁহার সন্ধান দিতে পারিলে আমরা অনুগৃহীত হইব। তাঁহার সম্পত্তির আমরা ওয়ারিশ। তাঁহার নিকট কেহ কোন সম্পত্তি খরিদ করিলে তিনি নিজ দায়িত্বে করিবেন। আমরা তাহাতে বাধ্য হইব না। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩৬৫ সাল।

সাং উজ্জ্বলনগর — শ্রীদিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়
পোঃ বালিয়া, মুর্শিদাবাদ — শ্রীসুধাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই জুন ১৯৫৮

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

২৫৬ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেং সরোজমোহন মজুমদার দিং দাবি ২৪ টাকা ৫৯ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে জগতাই ৪/২ কাঠার কাত ৫৲ আঃ ৮৲ খং ১৬৫ উক্ত জমি জমা মধ্যে দেনদারগণের ½ অংশ নিলাম হইবে।

৩৪৫ খাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং পাঁচকড়ি হাজরা দিং দাবি ১৬ টাকা ৬৯ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ২০ শতকের কাত ১৵০ আঃ ১০৲ খং ১০৩৩

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই জুন ১৯৫৮

১৯৫৮ সালের ডিক্রীজারী

৯ খাং ডিঃ সেবাইত সুবোধচন্দ্র সরকার কমন ম্যানেজার দেং হদ্দিস সেখ দিং দাবি ৪৪ টাকা ০২ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ৪৩ শতকের কাত ১৭৲ আঃ ২৫৲ খং ৯৫

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে মে ১৯৫৮

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৯১ খাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং জটা মাঝি দিং দাবি ৪২ টাকা ৭৫ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে বাহাদুরপুর ২-৬২ শতকের কাত ৭।৵৯ আঃ ২৫৲

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন"　　টেলিফোন : বড়বাজার ৫১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং

বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,

কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৸০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত